গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবে ঢাকার গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৮টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল।

এ প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, অর্থ-সম্পাদক ফরহাদ হোসেন, সাংবাদিক হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, রিফাত হোসেন ও শ্রী কমল বাঁধন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় উপস্থিত ধানের শীষের বার্তা পৌঁছাতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব শামসুজ্জামান দুদু।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে বিএনপি’র বিজয় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন শামসুজ্জামান দুদু। শুধু

নির্বাচনের ঘোষণা নয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বিএনপি। সেইসাথে নির্বাচনের জন্য সবধরণের প্রস্তুতি নিতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি’র এই কেন্দ্রীয় নেতা। গতকাল বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ মঞ্চে উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে সরকার তাদের কাজ করছে, এখন আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে। দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ছিল একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের একটি সুস্পষ্ট বার্তা। সেই ইতিহাস আজ আমাদের নতুন প্রেরণা জোগায়—গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান লড়াইয়ে।

তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিএনপি’র এই অবস্থান তৈরি হয়েছে। আমরা চাই একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সে লক্ষ্যে বিএনপি প্রস্তুত। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে এবং বিজয়ী হবে।

বিএনপি’র এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘দলের অসংখ্য নেতাকর্মী নির্ভীকভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি অবদানের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জননেতা শহিদুল কাওনাইন টিলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র নেতা অহিদুজ্জামান বুলা, এডভোকেট ডালিম, রতন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আশিরুল ইসলাম সেলিম। উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি নেতা বোরহান উদ্দিন, আনিসুর রহমান, নাসির উদ্দিন, মাগরিবুর রহমান, সকল ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মতবিনিময় সমাবেশে পৌর বিএনপিসহ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

“গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান” এ স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনা সরকারি কলেজ ও দর্শনা পরানপুর সড়কে বৃক্ষরোপণ করলেন দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির প্রধান হাবিবুর রহমান বুলেট।

এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ভিতরে ছিল দর্শনের প্রাণকেন্দ্র চটকা গাছ সহ অন্যান্য গাছ সমুহ হতে ব্যানার ফেস্টুন অপসারণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন প্রকার বনজ ও ফলজ গাছ রোপন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পুরাতন বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক সোহেল তরফদার, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও যুবদল নেতা বাবুল আক্তার, স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সাঈদ রতন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের অন্যতম সদস্য ও ৫ নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি শেখার শাওন, ছাত্রদলের সদস্য আলামিন, জুয়েল, উজ্জল, প্রান্ত, জিম, তৌফিক, তিতাস, আকাশ,সিয়াম, তৌহিদ, রিফাত প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (মজু) আর নেই

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মজিবুল হক মালিক মজু (৬৩) আর নেই। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না- লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মজিবুল হক মালিক (মজু) ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ঝিনাইদহ

বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। তিনি মরহুম এহসানুল হক মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিন সক্রিয় থেকে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে তিনি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মজিবুল হক মালিক মজু নামের একজনকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আমরা তাকে মৃত্ অবস্থায় পেয়েছি।

তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গার রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানানো হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি স্বর্ণ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি ৬০লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ২১টি স্বর্ণের বারসহ জীবনগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের আনার আলীর ছেলে আবেদীন মিয়া (৪০) কে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে, বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে একটি মোটরসাইকেলকে ধাওয়া করে। পরে বিজিবি মোটরসাইকেলটি ধাওয়া করে ১জন পালিয়ে গেলেও ১ জনকে আটক করে।

পরে তার মাজায় থাক প্যাকেট সদৃশ বস্তু পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বিজিবি আভিযানিক দল তার দেহ তল্লাশীকালে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০১টি প্যাকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি প্যাকেট খুলে তল্লাশি করে ২কেজি ৪৪৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য ৩কোটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় নায়েক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারসমূহ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন

দর্শনায় বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিবন্ধী সাহায্য বিষয়ক সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে তিনি

দর্শনা বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানায়, বিশেষ শিক্ষা প্রতিবন্ধীদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকা শিরিনা আক্তার, বিদ্যালয়ের সভাপতি আঃ কাদের ও শিক্ষকবৃন্দরা। বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। সেবা সংস্থার কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম বিদ্যালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমি বিদ্যালয়টির কাগজপত্র সব পাঠিয়ে দিয়েছি খুব তাড়াতাড়ি সরকারি তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করছি।

এ স্কুলে প্রায় ২ শতাধিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এ স্কুলের মান অনেক ভালো। তিনি সন্তুষ্ঠ প্রকাশ করে চলে যান।

দর্শনায় বিএনপি’র ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল

সারা দেশের ন্যায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে সারাদেশে বিজয় র্যালীর আয়োজন করেছে বিএনপি। ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার এক বছর পূর্তিতে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে পৃথক পৃথক ভাবে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় মিছিল ও গণ-জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলা চত্বর থেকে দর্শনা পৌর বিএনপি’র অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ২০২৪ -এর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ মিছিলটি দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে গণ-জামায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

এ গণ-জমায়েতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পৌর

বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট। এ সময় তিনি বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৫ই আগষ্ট আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার ১ বছর পূর্তিতে দলটি এ দিবসটিকে বিজয়ের প্রতিক হিসেবে দেখছে। এ সময় আরও দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক শরিফ উদ্দীন, মমিনুল ইসলাম, শফিউল আজম তোতা, লুৎফর, আজিজুল হক, হারিজ উদ্দীন লাভলু, নাজিম আহমেদ, মোঃ ফেরদৌস আলম মন্টু, দর্শনা পৌর যুব দলের আহ্বায়ক মোঃ ফারুক হোসেন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন (রিংকু), মিতুল, সুলতান, দর্শনা পৌর কৃষকদলের হাতেম আলী, রমিজ শাহরুল চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, আলতাফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি, জাকির হোসেন সামাউল, সোহেব আক্তার শাফায়েত জামান পাপ্পু, আসিফ হাসান।

অপর দিকে দর্শনা থানা বিএনপি’র উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিজয় র্যালীটি দর্শনা বাস স্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড় থেকে দর্শনা রেল বাজার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়। পরে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত। এ সময় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী, বেগমপুর ইউনিয়ন এর সাবেক সভাপতি শেখ আসলাম আলী, মদনা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আজিজুল হক, সাধারণ সম্পাদক শফিউল্লাহ শফি আরও নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপর দিকে বিকেল সাড়ে ৫ টায় দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান এর নেতৃত্বে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণ-জমায়েত ও বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র উদ্যোগে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের

বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি

দামুড়হুদায় উপজেলা বিএনপি, যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ সহযোগী অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে বিজয় র্যালি ও সংক্ষিপ্ত আলোচন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দামুড়হুদা ব্রীজ মোড় থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ও উৎসবমূখর পরিবেশে প্রথমে বিজয় র্যালি বের হয় র্যালিটি উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড হয়ে দামুড়হুদা চৌরাস্তা মোড়ে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে চৌরাস্তার মোড়ের অস্থায়ী মঞ্চে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থেকে ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের ১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, সদস্য সচিব কে ডি সুলতানসহ দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার মাদক সম্রাট ওল্টু এখন মাদকের গডফাদার

আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত মাদক সম্রাট সন্ত্রাসী বোমা কালামের অবসান হলেও তার ছোট ভাই আবারও সক্রিয় হয়ে মাদক ব্যাবসায় জমিয়ে তুলেছে রাজ্য। এলাকাবাসী ফুঁসে উঠেছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি ধামকি দিয়ে চলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের বাগানপাড়ায় মৃত সাহেব আলির ছেলে ওল্টু আবারও মাদক ব্যাবসায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম ছিল চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ডাকাত এবং মাদক ব্যাবসায়ী। তার অত্যাচারে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করতো। তার মৃত্যুর পর এই ওল্টু ভাইয়ের চলা পথে মাদক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

এক সময় ৫ই আগষ্টের পরে এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়েছিল কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু ও তার ব্যাবসায়ী পার্টনার তরিকুল ইসলাম কে। তার পরেও থামেনি তার মাদক ব্যাবসা। বরং প্রশাসনের চোখের সামনে মাদকের ভয়াল ছোবলে ক্ষতবিক্ষত এই এলাকায় ওল্টুর উপস্থিতি যেন এক আতঙ্কের নাম। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয় এলাকাবাসীর চোখে সে মাদকের গডফাদার, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত মাদকচক্র।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত বোমা কালাম এর ছোট ভাই ওল্টুর বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি মাদক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় একবার গ্রেফতার হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জামিনে বেরিয় এসে যেন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে আবারও শুরু করেছে গাজা ও টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওল্টুর কারণে পুরো এলাকা আজ মাদকের করাল গ্রাসে জর্জরিত। স্কুলপড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ সমাজ তার মূল টার্গেট। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিষের প্যাকেট। দিনের আলোতেও নির্লজ্জভাবে মাদকাসক্ত খরিদ্দাররা তার বাড়িতে মাদক কেনার জন্য লাইন দেয়।

অবিলম্বে ওল্টুকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করেছেন

এলাকার সুধী সমাজ।